ভোরের কাগজ

AUG 04 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

হতাশ হয়ে পড়েছেন বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার বিদায়ী শিক্ষক-কর্মচারীরা

সরকারি কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে এককালীন অর্থ প্রদানে ব্যাপক বৈষম্যের অভিযোগ

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে : দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বিদায়ী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য সরকার পরিচালিত কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে বিধি মোতাবেক এককালীন অর্থ প্রদানে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার অবসর গ্রহণকারী শিক্ষক ছাড়াও মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরিবারবর্গ যারা ইতিমধ্যে প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বেতন স্কেল অনুযায়ী কম অথবা বেশি কিংবা আদৌ না পাওয়ার কারণে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এই অনিয়ম ও বৈষম্য দূর করানোর আবেদন নিয়ে শত শত শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ধর্না দিচ্ছেন। তারপরও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন।

প্রসঙ্গত, বহু বেতনভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরিতে অবসর গ্রহণ অথবা মৃত্যু পরবর্তী সময়ে এককালীন আর্থিক অনুদান দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকার শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবর্তন করেন। পরবর্তী সময়ে বিএনপি সরকার এর কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করে। দেশের শিক্ষক সমাজের দাবির মুখে ১৯৯৯তে আওয়ামী লীগ সরকার ট্রাস্ট পুনরুজ্জীবিত করে। শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরিকালীন বেতন স্কেলের মূল মাসিক অংশ থেকে শতকরা দুই টাকা হারে কর্তন শুরু করা হয়। এ পর্যায়ে ১৯৯৯-এর ১ নভেম্বর বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত নীতিমালা সংবলিত গেজেটও প্রকাশিত হয়।

এদিকে সরকার পরিচালিত এই বিধান বাস্তবায়নের জন্য অবসরগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী, চাকরিচ্যুত কিংবা পদত্যাগকারী শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত একটি ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ শুরু করা হয়। এ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা মৃত ব্যক্তির মনোনীত প্রতিনিধির নামে প্রাপ্য টাকার চেক ইস্যু করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাকরির অভিজ্ঞতা, মেয়াদ যাই থাকুক তিনি স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী ১৯৯০-এর ১ জুলাই থেকে কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ প্রাপ্ত হবেন বলে গেজেট নোটিফিকেশনে উল্লেখ করা হয়।

ব্যাপক বৈষম্য ও হয়রানির শিকার শিক্ষক-কর্মচারীরা জানান, গেজেট নোটিশের ৮ নম্বর প্রবিধানে বলা হয়েছে যে, কোনো শিক্ষক-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করলে তিনি যতোবছর চাকরি করেছেন ততোমাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন প্রাপ্ত হবেন। মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক-কর্মচারীর উপযুক্ত ওয়ারিশ প্রতিনিধি এই অর্থ পাবেন। শিক্ষকরা জানান, এসব শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তাদের বেতন থেকে প্রতি মাসে কর্তিত শতকরা দুই টাকা প্রাপ্তি প্রযোজ্য হবে কিনা তা গেজেট নোটিফিকেশনে উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে প্রবিধান নম্বর ৮-এর উপপ্রবিধান ৯ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯৭-এর ১ মে'র আগে কোনো শিক্ষক-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করলে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে তিনি অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধি প্রতি মাসের কর্তিত শতকরা দুই টাকা তার মুনাফা এবং তার সর্বশেষ বেতন স্কেলের অবস্থান অনুযায়ী যোগ্যতা হিসেবে মূল বেতনের ১০ গুণ,

● শেষ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সরকারি কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে

● শেষের পাতার পর

১২ গুণ, ১৫ গুণ, ১৮ গুণ কিংবা ২০ গুণ-এর সাকুল্য যোগফলের এককালীন অর্থপ্রাপ্ত হবেন। অথচ নির্ধারিত ঐ সময়ের পরে যারা চাকরি থেকে বিদায় নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে মাস হিসেবে অর্থ দিলেও তারও জমাকৃত অর্থ একই সঙ্গে দেওয়া হবে কিনা তার কোনো উল্লেখ গেজেটে নেই।

কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা প্রদানে এ ধরনের অনিয়ম ও বৈষম্যের তথ্য অনুসন্ধানকালে এই প্রতিবেদকের হাতে বহু অভিযোগ এসেছে। এতে দেখা গেছে, সর্বশেষ ২৮৫০ টাকার বেতন স্কেল ভোগকারী অবসরে যাওয়া গোবরদাড়ি হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মওলানা রফিউদ্দিনের নামে ৭৭ হাজার টাকার একটি চেক পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে একই সময়ে অবসরগ্রহণকারী সাতক্ষীরা পল্লীমঙ্গল স্কুল কলেজের একই স্কেলভোগকারী সিনিয়র শিক্ষক গৌরমোহন চ্যাটার্জির নামে পাঠানো হয়েছে ৫৮ হাজার টাকার একটি চেক। অন্যদিকে কলারোয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল মোমেন যিনি সর্বশেষ ৬১৫০ টাকার বেতন স্কেল নিয়ে সাম্প্রতিককালে অবসরগ্রহণ করেছেন তিনি পেয়েছেন মাত্র ৫৫ হাজার টাকার একটি চেক। দেবহাটার বহরা হাইস্কুলের অবসরগ্রহণকারী সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ আফসার উদ্দিনের নামে এসেছে মাত্র ৯ হাজার টাকার চেক। অন্যদিকে ৬১৫০ টাকার বেতন স্কেল নিয়ে অবসরগ্রহণকারী সাতানি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ গোলাম ইয়াহিয়া পেয়েছেন ৪১ হাজার টাকার চেক। অপরদিকে পারুলিয়া তোমরপুর হাইস্কুলের জুনিয়র শিক্ষক ২০০০ সালের ৩১ মে তারিখে ১৯৭৫ টাকার স্কেলে অবসর গ্রহণ করে পেয়েছেন ১৭ হাজার ৭৫৩ টাকার চেক। ঐ শিক্ষক আশীষ কুমার সরকার জানান, তারই বিদ্যালয়ের ১২০০ টাকার স্কেল নিয়ে ১৯৯৫ সালে অবসরগ্রহণকারী কেরাণিক মোঃ রেজাউদ্দিনের নামে এসেছে ২১ হাজার ২৬৫ টাকার চেক। অন্যদিকে ১৬০০ টাকার স্কেলধারী মাহমুদপুর হাইস্কুলের জুনিয়র শিক্ষক রেনুপদ লাভ করেছেন ২৩ হাজার ৪৪০ টাকার চেক। এ ধরনের ২৫ শিক্ষক ও কর্মচারী তাদের প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এদিকে মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ওয়ারিশ প্রতিনিধিদের নামে কল্যাণ তহবিলের টাকা প্রেরণও অনিয়মের জালে আটকে গেছে। প্রবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হিসেবে স্ত্রী অথবা সন্তানদের নাম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে পাঠানো হলেও তাদের নামে কোনো চেক আসছে না। বরং মৃত ব্যক্তির নামে ও ঠিকানায় এই চেক আসছে। ডাক বিভাগ এই চেক হস্তান্তর না করেই তা আবার মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠাচ্ছে। একইভাবে সাতক্ষীরা পল্লীমঙ্গল স্কুল কলেজের মৃত্যুবরণকারী কর্মচারী মোঃ ইউসুফ আলির ওয়ারিশ হিসেবে তার স্ত্রীর নাম যথাযথভাবে প্রেরণ করা হলেও কোনো চেকই অদ্যাবধি আসেনি। এখানে কুমিরা পাইলট গার্লস হাইস্কুলের মৃত্যুবরণকারী সিনিয়র শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র দাসের নামেই চেক ইস্যু হওয়ায় তার ওয়ারিশ স্ত্রী সে টাকা তুলতে পারছেন না। অপরদিকে সাতক্ষীরা পিএন হাইস্কুলের মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক মানস রায়চৌধুরীর নামেই চেকবাহী খাম আসায় ডাক বিভাগ তা বিলি না করেই ফেরত পাঠিয়েছে। অনুসন্ধানকালে এ ধরনের আরো তথ্য পাওয়া গেছে।

এদিকে এ ধরনের ব্যাপক অনিয়ম ও বৈষম্যের শিকার হয়ে প্রতিদিনই অবসরগ্রহণকারী শিক্ষকরা জেলা শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদের কাছে আসছেন। অনিয়ম-বৈষম্য দূর করে তাদের প্রাপ্য টাকার চেক পাওয়ার জন্য হাজার হাজার শিক্ষক মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রণালয়ে ধর্না দিয়েও কোনো সুফল পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগী শিক্ষকরা অবিলম্বে গেজেটে সংশোধনী আনয়ন এবং প্রবিধান বৈষম্যহীন করে বিদায়কালীন কল্যাণভাতা প্রদানের